দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

অবহেলা আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সরকারী তিব্বিয়া কলেজের অস্তিত্ব বিপন্ন

সিলেট ঃ ভাড়া করা এই বাড়িতে সরকারী তিব্বিয়া কলেজ এখন চলছে কোনরকমে -ইত্তেফাক

সিলেট অফিস ॥ সরকারের চরম অবহেলা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ভূমি খেকো মহলের লোলুপ দৃষ্টির কারণে দেশের ভেষজ চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিকৃত সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

কলেজটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীরা বহু দাবি-দাওয়া পেশ করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সম্প্রতি তারা আবার জেলা প্রশাসক

(১৪শ পৃঃ দ্রঃ)

(৭ম পৃঃ পর)

বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেছেন।

৪৭ সালের পর সিলেট শহরে প্রচুর সরকারী জমি ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও সিলেট

অবহেলা আর

শহরে এক খণ্ড ভূমি সংগ্রহ তেমন কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নজর কারো পড়েনি তাই এর ভাগ্য অন্ধকারেই থেকে যায়। এমনকি প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ভূমিটুকুও হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

১৯৮১ সালে সিলেটে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে কলেজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। তৎকালীন পুরাতন মেডিক্যাল সংলগ্ন স্থানে তিব্বিয়া কলেজ ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা ও আলোচনা স্থান পায়। কিন্তু বাস্তব কাজ বেশীদূর এগিয়ে যায়নি। সরকারী তিব্বিয়া কলেজের ভাগ্যে একযুগে একখণ্ড জমি নাগালের মধ্যে এলেও ভাগ্য বিড়ম্বনায় এটি এখন হাতছাড়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। উপশহরে পড়ে থাকা এক একর জমির উপর এখন ভূমি খেকো মহলের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে বলে তিব্বিয়া কলেজে ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ আশংকা করছেন।

১৯৮০-১৯৮৫ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রকল্পের আওতায় শাহজালাল হাউজিং এষ্টেটের ডি ব্লকে চার কিস্তিতে টাকা পরিশোধের শর্তে ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকায় এক একর জমি ক্রয় করা হয়। শর্তানুযায়ী উক্ত প্রকল্পের তৎকালীন পরিচালক প্রথম কিস্তির ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সচিব অনুকূলে জায়গার দলিল সম্পাদন করেন। পরবর্তী তিনটি কিস্তির টাকা যথাক্রমে ৩ লাখ ৭৫ হাজার, ৩ লাখ ৭৫ হাজার ও ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ১১ লাখ ২০ হাজার টাকা কিস্তির নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ না করে ১৯৯৩ সালের ১৫ মার্চ একযোগে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু সময়মতো কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় শাহজালাল হাউজিং এষ্টেট কর্তৃপক্ষ কিস্তি-গ্রহের টাকার অর্পিত সুদ কর্তন করে চতুর্থ কিস্তির টাকা দাবী করে। এরই প্রেক্ষিতে একই সালের ২২ মে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষ থেকে চতুর্থ কিস্তির ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঢাকার সেগুনবাগিচার গৃহায়ন অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবরে পাঠানো হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী উক্ত টাকা গ্রহণ না করায় চতুর্থ কিস্তির টাকা অপরিশোধিত থেকে যায়। এমতাবস্থায় প্রকল্পটির মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ১ মার্চ শাহজালাল হাউজিং এস্টেট কর্তৃপক্ষ পত্র মাধ্যমে ৮ লাখ ৭৬ হাজার ১৮ টাকা পরিশোধ করার জন্য একটি তাগিদপত্র অধ্যক্ষ বরাবরে প্রেরণ করে। এটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলেও এই পাঁচ বছরে কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় একাডেমিক ভবন নির্মাণের বিষয়টি চাপা পড়ে থাকে। গত বছরের ১ এপ্রিল ঢাকার সেগুনবাগিচার ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার উপ-পরিচালক সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বরাবরে প্রেরিত এক পত্রে ১৫ দিনের মধ্যে শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ না করলে এক একর ভূমি বরাদ্দ বাতিল করা হবে। এভাবে স্থানীয় দাবী দাওয়ার মুখে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হলেও এর শেষ পরিণতি কি তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না।